Kumar Parivrajak Series No. 7.

হিন্দী শিক্ষা-সোপান।

শ্রীমৎপরিব্রাজক স্বামীজীর অনুরাগী ভক্ত
চট্টগ্রামস্থ শ্রীশ্রী৺গৌরীশঙ্কর লাইব্রেরীর সদস্যগণের
উৎসাহ ও যত্নে প্রকাশিত হইল।

প্রকাশক—শ্রীক্ষেত্রনাথ কবিভূষণ।
কাশী-যোগাশ্রম, বেনারস সিটী।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্ প্রেস,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সন ১৩১৮।

পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

বিভাস—একতালা।

জননী, জগৎমোহিনী, জীব নিস্তারিণী; ওমা তোমারি মহিমা, কে করিবে সীমা, অনাদ্যা তুমি মা অনন্ত রূপিণী॥

তোমারি মায়াতে ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ, বিশ্ব বায়ু বারি বহ্নি কি আকাশ, যেখানে যা দেখি তোমারি প্রকাশ—জননীগো—সত্তারূপে তুমি জ্ঞানদায়িনী!॥

রবি নিশাকর নক্ষত্র নিকর, আকাশে প্রকাশে হাসে মনোহর, দেখিতে তোমায় ভ্রমে নিরন্তর, অরূপিণি—অনন্ত অম্বর চিত্র কারিণী॥

দেখিতে তোমায় সাগরাম্বু রাশি, উত্তাল তরঙ্গে ধায় দিবা নিশি, বনে রাশি রাশি কুসুম হাঁসি হাঁসি—চেয়ে রয়গো—দেখিবার তরে তোমায় তারিণী॥

প্রবল পবন দেশে দেশে ধায়, আনন্দে মাতিয়া তব গুণ গায়, তরু লতা পাতা সবারে নাচায়, দেখি তায় গো—আপনি নাচিয়া কাঁপায় মেদিনী॥

চিন্তাময়ী তারা ব্যাপ্ত চরাচরে, তবু না চিনিলাম চিন্ময়ী মা তোরে, গুপ্ত রূপে পরিব্রাজকের অন্তরে, দেখা দে মা—মদন-মর্দ্দন মনোহারিণী॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

নামামৃত পান সবে কর ভাই—(হরি)
এমন নাম কখনও শুনি নাই।

হরি নাম যে করে সার, ভবে ভাবনা কি বা তার, নামে

যায় মহাপাপ রোগ শোক তাপ সংসারবিকার ;—নামে জগাই মাধাই তরে দুভাই নাম শুনায় গৌর-নিতাই। (হরি)

ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ নাশ করিবার বিধান, হিরণ্যকশিপু দিল বিষ করিতে পান ;—নামে গরল অমৃত হ'ল প্রহ্লাদ বাঁচিল তাই।

যত যোগ যাগের সাধন, দেখ জপ তপ আরাধন, ও সব নাম সাগরের অগাধ জলের বুদ্‌বুদ যেমন ;—হরিনাম-সাগরে মগ্ন যে জন তার কি সাধন আরও চাই !

পরিব্রাজক বলে সার, নামে নাইকো জাত বিচার, নামে মূর্খ জ্ঞানী আচণ্ডালের সমান অধিকার ;—তুলে নামের নিশান নাম কর গান, হরিবোল বল সবাই। (হরি)

বাউলের সুর।

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।
ও যার, বিমল তটে রূপের হাটে বিকাতো নীলকান্তমণি॥

কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলক হ'তেও মনোলোভা, কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবোল সুদাম ;—কোথা সে সুনীল তনুর ধেনু বেণু, মা যশোদা রোহিনী।

কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণ-গোবিন্দ, ধরা চূড়া পরা কোথা ননী চোরা ;—কোথা সে বসন চুরি ব্রজ নারীর পূজিতা মা কাত্যায়নী।

কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জল কেলি, কোথা ললিতা সখী, সুহাসিনী ;—কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী।

কোথা সে নূপুরধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিনী, মধুর হাঁসি

মধুর বাঁশি, নাহি শুনি ;—ও যার, মোহন স্বরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি।

তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে, তোমারি সন্নিকটে কই সে ধনী ;—ওযার মানের লাগি মোহন চূড়া লুটাইল ধরণী।

দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে সেই বামারে, অনাথের নাথ হৃদ্ মাঝারে, পা তুখানি ;—পরিব্রাজক বলে চরণ তলে লুটাই শির দিন যামিনী॥

লগ্নী—যৎ।

(সুর—"নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তট শালিনী সুন্দর যমুনে ও)

চঞ্চল মানস বিনাশ আশা পাশ বিরস বিলাস বাসনা রে।

বিষয় বিভবে, মত্ত কি হইলে, ভুলিলে ভুলিলে আপনারে ; আসিয়া জগতে,আরোহি মনোরথে, ভ্রমিছ কি ভাবে ভাবনা রে॥

দেখিতে দেখিতে, কাল প্রবাহে, জীবন যৌবন যাইল রে। ক্রমে ধীরে ধীরে, গভীর কাল নীরে ডুবিবে তাকি মন জাননা রে॥

কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র, কস্য ত্বং বা ব্রহ্ম বিচারে ; চিন্তয় কোহহং, কথং জগদিদং, কেন কৃতা বিশ্ব-রচনা রে॥

ভূমানুসন্ধান, কর মূঢ় মন, মলিনা বাসনা রবেনা রে। হও ধ্যাননিরত, তূর্য্যাবস্থাগত, কুরু চিৎস্বরূপম্ ধারণা রে॥

শান্তিসিন্ধুজলে, হইবে শীতল, রাজিবে প্রেম রাজসদনে রে ; ভেদ বুদ্ধি যাবে ব্রহ্মস্বরূপ হবে, রবেনা ভাবনা যাতনা রে॥

গাও পরিব্রাজক, প্রেমময় নাম, প্রেম বাতাসে প্রাণ জুড়াবে রে ; প্রেম-সুধা পানে হয়ে মাতোয়ারা, রবে না তনু-মন-চেতনা রে॥
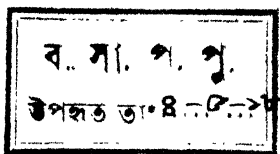
হিন্দী শিক্ষা-সোপান।
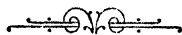
দেবনাগর অক্ষর জানা থাকিলেই হিন্দী পুস্তক পড়িতে পারা যায়। হিন্দীতে 'ণ' ও 'ন' ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ উহাদের উচ্চারণকালে জিহ্বা যথাক্রমে মূর্দ্ধা ও দন্ত স্পর্শ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আর কয়েকটী বর্ণের উচ্চারণ বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক। যথা—ঐ=অ্যায়্ হৈ=হ্যায়্, মৈঁ=ম্যাঁয়্, ঔ=আও, ঔর্=আওর্; য (য়)= ইঅ; **ব** (অন্তঃস্থব)=ওঅ; স (উচ্চারণ দ্বারা জিহ্বা দন্ত স্পর্শ করিলেই 'স' কার যথাযথ উচ্চারিত হয়)। হিন্দীতে শব্দের অন্তস্থিত অ প্রায়ই উচ্চারিত হয় না; কিন্তু শব্দের সকল অক্ষরগুলিই উচ্চারণ করিতে হয়; যেমন, লক্ষ্মণ= লক্‌ষ্‌মণ; দ্বারা=দ্‌বারা।

হিন্দী ভাষায় সন্ধি, সমাস, কারক, তদ্ধিত প্রভৃতি সাধনের নিয়ম বাঙ্গালা ভাষার অনুরূপ। বাঙ্গালার ন্যায় হিন্দীতেও একবচন ও বহুবচনের প্রয়োগ আছে; কিন্তু হিন্দীতে ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ নাই। আবার হিন্দীতে

কর্ত্তার লিঙ্গ ও বচনভেদেও ক্রিয়ার রূপ বিভিন্ন হইয়া থাকে।

লিঙ্গনির্ণয়ের নিয়ম।

হিন্দীতে পুরুষ বাচক শব্দগুলি পুংলিঙ্গ, এবং স্ত্রী বাচক শব্দসকল স্ত্রীলিঙ্গ; অধিকন্তু সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ সমূহ হিন্দীতে প্রায়ই পুংলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে বিশেষ নিয়ম এই যে অপ্রাণিবাচক ক্লীবলিঙ্গ শব্দগুলির অন্তে "অ" বা "আ" থাকিলে উহারা পুংলিঙ্গ, এবং ঈ বা ত হইলে প্রায় স্ত্রীলিঙ্গ হইবে। যথা—পুংলিঙ্গ—জল, পত্থর, ঘড়া, কপড়া, লোটা; স্ত্রীলিঙ্গ—ঘড়ী, রস্‌সী, রোটী, বাত, রাত, শরবত্। (দুকান, মকান, জোবান, জান (প্রাণ) প্রভৃতি অনেক নকারান্ত শব্দও স্ত্রীলিঙ্গ)।

[ঘী, জী (মন), মোতী, দহী, ইমলী (তেঁতুল), পানী, দাঁত, হাত, ভাত, খেত, গীত ইত্যাদি শব্দগুলি পুংলিঙ্গ]।

ভাববাচক শব্দের অন্তে ত্ব, আব, পন্, পা প্রত্যয় থাকিলে পুংলিঙ্গ এবং তা, আঈ, বট্, হট্ প্রত্যয় থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গ হইবে। যেমন, পুংলিঙ্গ শব্দ—গুরুত্ব, চঢ়াব, লড়কপন, বুঢ়াপা; স্ত্রীলিঙ্গ—শুদ্ধতা, সচাঈ (সত্যতা), বনাবট্ (কৃত্রিমতা) চিল্লাহট (চীৎকার)।

পুংলিঙ্গ শব্দের অন্তে ঈ, ইয়া, ইন্, আনী প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিলে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ রচিত হইয়া থাকে। যেমন, ঘোড়া—ঘোড়ী, কুত্তা—কুতিয়া, মালী—মালিন, মেহতর—মেহতরাণী।

কারক বিভক্তি।

সাধারণ নিয়ম ঃ—একবচনে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ সকল শব্দেই কেবল কারকের বিভক্তি যোগ করিতে হয়; (কিন্তু লড়কা প্রভৃতি কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দের 'আ' স্থানে 'এ' হয়)। বহুবচনে বিভক্তির পূর্ব্বস্থিত 'অ' ও 'আ' স্থানে ওঁ *, ই. ঈ স্থানে য়োঁ *, এবং উ ঊ, ও, ঔ কারের পর ওঁ হইয়া থাকে। (সংস্কৃত শব্দ ব্যঞ্জনান্ত হইলেও অকারান্ত শব্দের ন্যায় বিভক্তি যোগ করিতে হইবে)।

	বিভক্তির আকার	বহুবচনে বিভক্তি যোগ।
কর্ত্তা—	নে (১)	বালকোঁনে।

---

* হিন্দীতে ওং, য়োং লেখা থাকে; কিন্তু চন্দ্রবিন্দুর মত উচ্চারণ করিতে হয়।

(১) সাধারণতঃ কর্ত্তার কোনা বিভক্তি নাই; তবে প্রাণি কর্ত্তা হইলে ভূতকালে কর্ত্তায় 'নে' বিভক্তি হয়; (কিন্তু 'তা' যুক্ত ভূত কালিক ক্রিয়া—পড়তা. পড়তাথা থাকিলে হইবেনা)। 'নে' যুক্ত কর্ত্তার সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকেনা, ক্রিয়ার বচন, পুরুষ ও লিঙ্গ কর্ম্মানুরূপ

কর্ম্ম—	কো	বালকোঁকো।
করণ—	সে	লড়কিয়োঁসে।
সম্প্রদান—	কো (কেলিয়ে)	মালিয়োঁকো।
অপাদান—	সে	সাধুয়োঁসে।
সম্বন্ধ—	কা, কী, কে (২)	চোবেওঁ কা-কী-কে।
অধিকরণ—	মেঁ, পর	লড়কোঁমেঁ, লড়কিয়োঁপর।
সম্বোধন—	(বহুবচনে—ও)	সাধুও, লড়কো।

শব্দরূপ।

১। পুংলিঙ্গ আকারান্ত ও স্ত্রীলিঙ্গ অকারান্ত শব্দ কর্ত্তার বহুবচনে একারান্ত হয়। পুং—(একবঃ) লড়কা——(বহুবঃ) লড়কে; স্ত্রীং—বাত—বাতেঁ।

২। বিভক্তি যুক্ত হইলে বহুবচনে অকারান্ত ও আকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের এবং অকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অ, আ স্থানে ওঁ হয়; সম্বোধনে 'ও' হয়। বালকোঁকো, লড়কোঁসে, বাতোঁমেঁ; সম্বোধন—বালকো।

হইয়া থাকে। আবার কর্ম্মে 'কো' বিভক্তির উল্লেখ থাকিলে ক্রিয়া কর্ম্মানুরূপ না হইয়া প্রথম পুরুষ, একবচন ও পুংলিঙ্গ হইবে। যথা—মৈঁ কিতাব (স্ত্রী) পঢ়া: মৈঁনে কিতাব পঢ়ী; মৈঁনে কিতাবকো পঢ়া।

(২) ইহাদের প্রয়োগের নিয়ম বিশেষণ মধ্যে লিখিত হইল।

৩। লড়কা, ঘোড়া প্রভৃতি আকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ বিভক্তি যুক্ত হইলে এক বচনেও একারান্ত হয়; লড়কেসে, ঘোড়েকো।

৪। রাজা, যুবা প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ একবচনে একারান্ত হয় না; কিন্তু দাদা (পিতামহ) ভৈয্যা (ভাই) প্রভৃতি শব্দ বিকল্পে একারান্ত হয়। রাজাসে, দাদাকো, বা দাদেকো। (স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত শব্দও এই নিয়মে সাধিত হইয়া থাকে)। *

৫। ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দ (উভয় লিঙ্গেই) একই নিয়মে সাধিত হয়; বহুবচনে ইকারান্ত শব্দের পর য়োঁ এবং উকারান্ত শব্দের পর ওঁ হয়; পুং—কবিয়োঁকো, সাধুওঁমেঁ (৭মী); স্ত্রী—লড়কিয়োঁসে, সম্বোধনে ঁ থাকেনা, কেবল 'য়ো' এবং 'ও' যোগ হইয়া থাকে, যথা—হে সাধুও, হে লড়কিয়ো।

৬। ঈকারান্ত ও ঊকারান্ত শব্দের রূপও ৫ম নিয়মে হইয়া থাকে, কেবল য়োঁ ও ওঁর পূর্ব্বস্থিত ঈ স্থানে ই এবং

---

* কর্ত্তার বহুবচনে স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত শব্দ সানুনাসিক হয়, কখনও বা 'এঁ' যুক্ত হইয়া থাকে; খাটিয়াঁ, লতাএঁ। ঈকারান্ত শব্দের অন্তে য়াঁ হয়; যেমন—লড়কিয়াঁ।

ঊ স্থানে উ হয়; পুং—মালী মালিয়োঁনে, ভালূ ভালুওঁসে; স্ত্রী—লড়কী লড়কিয়োঁসে।

৭। একারান্ত চৌবে শব্দ, ওকারান্ত কোদো শব্দে বিভক্তি যোগ করিলেই হয়, বহুবচনে শব্দের পরে ওঁ যোগ করিতে হইবে। যথা—চৌবেওঁকো; স্ত্রীং—সরসোঁওমেঁ।

৮। লড়কা প্রভৃতি পুংলিঙ্গ আকারান্ত শব্দেরই সম্বোধনের একবচনে আ স্থানে বিকল্পে এ হয়। পুংলিঙ্গ অন্য কোন শব্দের এবং স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনের একবচনে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। পুং—হে লড়কে বা লড়কা, হে দাদে বা দাদা।

সর্ব্বনাম শব্দ।

কর্ত্তা—(এক বঃ) মৈঁ, মৈঁনে (আমি)—

(বহুবঃ) হম, হমনে (আমরা)।

সম্বন্ধপদ—মেরা-রী-রে—হামারা-রী-রে।

(অন্যান্য কারকে একবচনে 'মুঝ' ও বহুবচনে 'হম' শব্দের পর বিভক্তি হইবে; মুঝকো, হমসে। (২য়া ও ৪র্থীতে মুঝে ও হমেঁ রূপও হইয়া থাকে)।

কর্ত্তা—তূ, তূনে (তুমি) তুম্, তুমনে (তোমরা)

সম্বন্ধ—তেরা-রী-রে তুম্হারা-রী-রে।

(অন্যান্য কারকে একবচনে 'তুঝ' ও বহুবচনে 'তুম' পরে বিভক্তি হইবে। তুঝসে, তুঝমেঁ ; তুমকো, তুমমেঁ। (২য়া, ৪র্থীতে তুঝে (১বঃ), তুম্হে (বহুবঃ) রূপও হইবে)।

[বিশেষ বিধিঃ—কে লিয়ে (৪র্থী) বিভক্তি যোগে মেরে, হমারে, তেরে, তুম্হারে, লিয়ে হইবে, বিভক্তির 'কে' থাকিবে না। ৭মীর মেঁ বিভক্তি যোগেও ঐরূপ হয়, যেমন মেরেমেঁ, তুম্হারেমেঁ]

য়হ—ইহা, ইনি, এ।

কর্ত্তা—য়হ, ইসনে (বহুবঃ) য়ে, ইননে, ইন্হোঁনে

(অন্যান্য কারকে একবচনে 'ইস' পরে এবং বহুবচনে 'ইন' ও 'ইন্হোঁ' পরে বিভক্তি হইবে। যথা—ইসকো, ইনসে, ইন্হোঁমেঁ। (২য়া ও ৪র্থীতে 'ইসে' ও ইন্হেঁ রূপও হইয়া থাকে)

বহ—উহা, ও, উনি।

কর্ত্তা—বহ, উসনে (বহুবঃ) উননে, উন্হোঁনে

(অন্যান্য কারকে উস, উন, উন্হোঁ পরে বিভক্তি হইবে ; ২য়া ও ৪র্থীতে উসে, উন্হেঁ রূপও হইবে)।

জো—যে, যিনি ; সো—সে, তিনি।

কর্ত্তা—জো, জিসনে (বহুবঃ) জো, জিননে, জিন্হোঁনে

কর্ত্তা—সো, তিসনে (বহুবঃ) সো তিননে, তিন্‌হোঁনে (অন্যান্য কারকে যথাক্রমে জিস, জিন ও জিন্‌হোঁ পরে এবং তিস, তিন ও তিন্‌হোঁ পরে বিভক্তির যোগ হইবে; (২য়া ও ৪র্থীর একবচনে জিসে, তিসে এবং বহুবচনে জিন্‌হেঁ, তিন্‌হেঁ হইবে)।

কৌন (কে) ঃ—কর্ত্তা—কৌন, (বহুবঃ) কিসনে—কৌন, কিননে, কিন্‌হোঁনে। (অন্যান্য কারকে 'কিস' ও 'কিন্‌হোঁ' পরে বিভক্তি হইবে; (২য়া ও ৪র্থীতে কিসে, কিন্‌হেঁ রূপও হয়)।

কোই (কেহ) শব্দ একবচনে ব্যবহৃত হয়। কর্ত্তা—কোই, কিসীনে; (অন্যান্য কারকে 'কিসী' পরে বিভক্তি হইবে)।

আপ—(আপনি বা উনি)।

কর্ত্তা—আপ, আপনে (বহুবঃ) আপলোগ, আপলোগোঁনে (অন্যান্য কারকে 'আপ' ও 'আপলোগোঁ' পরে বিভক্তি হইবে)।

['নিজে' বা 'নিজ' অর্থে 'আপ' ব্যবহৃত হইলে কর্ত্তায় 'আপ' এবং অন্যান্য কারকে 'অপনে' পরে বিভক্তি হইবে; মৈঁ আপ আয়াহুঁ=আমি নিজে আসিয়াছি; মৈঁ অপ-

নেকে লিয়ে নহীঁ চাহতা হুঁ = আমি নিজের জন্য চাহিতেছি না ; আপহী আপ = নিজে নিজেই]।

বিশেষণ।

সাধারণতঃ বিশেষ্যের সহিত যুক্ত হইয়া বিশেষণের কোন পরিবর্ত্তন হয় না ; কিন্তু আকারান্ত বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের সংযোগে ঈকারান্ত হয়, এবং কর্ত্তার (বিভক্তিহীন) একবচন ব্যতীত সর্ব্বত্র পুংলিঙ্গ বিশেষ্যের সহিত উহা একারান্ত হইয়া থাকে। যেমন ছোটা (ছোট) — ছোটী লড়কী, ছোটা লড়কা. ছোটে লড়কেকো ইত্যাদি।

একাধিক আকারান্ত বিশেষণ থাকিলেও সকল গুলিই বিশেষ্যের লিঙ্গ ও কারক ভেদে পরিবর্ত্তিত হইবে। লম্বী, চৌড়ী সড়ক (পথ), বড়ে ঔর উঁচে পেরসে।

(সম্বন্ধ পদের কা — কী — কে, রা — রী — রে, ও না-নী-নে এই নিয়মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; রামকী বহিন, মেরে কিতাবোঁমেঁ, অপনী ইচ্ছাসে)।

সাদৃশ্য অর্থে সা—সী—সে ব্যবহৃত হয় ; তুমসা = তোমার মত, ঐসা = এইরূপ, বৈসা = ঐরূপ, তৈসা = সেরূপ, কৈসা = কিরূপ। বহুবচনে, ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে এবং কর্ত্তার একবচন ভিন্ন অন্য কারকের পূর্ব্বে 'সা' স্থানে 'সে' হয় ;

যথা—ঐসা ঘোড়া, ঐসে ঘোড়ে বা ঘোড়েকো, ঐসে (ক্রিং বিং) বোলনা চাহিয়ে। (স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে ‘সা’ স্থানে সী হয়, কৈসী লড়কী।

তুলনা কালে ‘হইতে’ বা ‘অপেক্ষা’ র স্থানে ‘সে’ হয়; যেমন, রামসে হরি অচ্ছা হৈ = রাম অপেক্ষা হরি ভাল।

ক্রিয়া।

বাঙ্গালায় ক্রিয়াগুলি আকারান্ত আর হিন্দীতে ক্রিয়ার শেষে ‘না’ থাকে; যেমন, করা = করনা, হওয়া = হোনা, দেখা = দেখনা ইত্যাদি; কিন্তু ক্রিয়ার রূপকালে ‘না’ র লোপ হয়।

হিন্দীতে কর্ত্তার লিঙ্গ বচন ও পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার রূপ ভেদ হয়, ইহা বিশেষরূপে মনে রাখা আবশ্যক।

ক্রিয়ার শেষে বর্ত্তমানকালে হুঁ, হৈ, হৈঁ; অতীতকালে (পুং) থা, থে; (স্ত্রীং) থী, থীঁ, এবং ভবিষ্যতে উংগা, ওংগে, (স্ত্রীং) গী হইয়া থাকে। সমাপ্তি বুঝাইলে ক্রিয়াতে আ, ঈ এবং অসমাপ্তিতে তা, তী যোগ করিতে হয়। এক্ষণে পঢ়না (পড়া) ধাতুর রূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

[বিশেষ:—আনা, খানা, পানা প্রভৃতি আকারান্ত ধাতুর (১) সমাপ্তিতে প্রত্যয়ের ‘আ’ স্থানে ‘য়া’ হয়; যেমন,

আয়া, খায়া, পায়া ; স্ত্রীলিঙ্গে আঈ, খাঈ, পাঈ। (২) সম্ভাবনা বুঝাইলে 'এ' প্রত্যয়ের পূর্ব্বে '**ব**' হয় ; যথা—তূ খাবে, **বে** জাবেঁ ; কিন্তু মৈঁ হোউঁ, তুম হো]।

বর্ত্তমান।

		একবচন	বহুবচন
আমি বা আমরা পড়ি—	পুং—	মৈঁ পঢ়তাহুঁ*	হম পঢ়তে হৈঁ
	স্ত্রীং—	„ পঢ়তী „	„ পঢ়তী হৈঁ
„ „ পড়িতেছি—	পুং—	মৈঁ পঢ়রহাহুঁ	হম পঢ়রহে হৈঁ
	স্ত্রীং—	„ পঢ় রহী „	„ পঢ়রহী „
„ „ পড়িয়াছি—	পুং—	মৈঁ পঢ়াহুঁ	হম পঢ়ে হৈঁ
	স্ত্রীং—	„ পঢ়ী „	পঢ়ী „

ভূত।

আমি বা আমরা পড়িতাম—	পুং—	মৈঁ পঢ়তা	হম পঢ়তে
	স্ত্রীং—	" পঢ়তী	" পঢ়তী
" "পড়িতেছিলাম—	পুং—	মৈঁ পঢ়তাথা—	হম পঢ়তেথে
	স্ত্রীং—	" পঢ়তীথী	" পঢ়তীথীঁ

* হিন্দীতে 'ং' লিখিত হয় ; কিন্তু চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় উচ্চারণ হইবে।

আমি বা আমরা পড়িলাম—	পুং—	মৈঁ পঢ়া	হম পঢ়ে
	স্ত্রীং—	„ পঢ়ী	„ পঢ়ী
„ „ পড়িয়াছিলাম—	পুং—	মেঁ পঢ়াথা	হম পঢ়েথে
	স্ত্রীং—	„ পঢ়ীথী	„ পঢ়ীথী

ভবিষ্যৎ।

আমি আমরা পড়িব—	পুং—	মেঁ পঢ়ূংগা	হম পঢ়েংগে
	স্ত্রীং—	„ পঢ়ূংগী	„ পঢ়েংগী

১। বর্ত্তমান কালের একবচনে মধ্যম ও প্রথম পুরুষের ক্রিয়ায় 'হৈ' এবং মধ্যম পুরুষ বহুবচনে 'হো' হইবে ; কিন্তু বহুবচনে প্রথম পুরুষের রূপ উত্তম পুরুষের সমান। যথা— তূ বা বহ পঢ়তাহৈ, তুম পঢ়তে হো, বে পঢ়তে হৈঁ।

২। ভবিষ্যৎ কালেও এই নিয়ম, কেবল ক্রিয়ার শেষে 'এগা' এবং মধ্যমপুরুষ বহুবচনে 'ওগে' হইবে। তূ বা বহ পঢ়েগা, তুম পঢ়োগে।

৩। ভূতকালের উভয় বচনেই মধ্যম ও প্রথম পুরুষের ক্রিয়ারূপ উত্তমপুরুষের ন্যায় হইয়া থাকে। তূ বা বহ পঢ়া, পঢ়তাথা, (বহুবঃ) পঢ়ে, পঢ়তেথে।

৪। স্ত্রীলিঙ্গে প্রথম ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ায় উপরের নিয়মানুসারে কার্য্য হইবে, এবং কাল ভেদে ক্রিয়ার শেষে

একবচনে ঈ, থী, গী এবং বহুবচনে ঈ, থীঁ, গী, হইবে। একবচনে—তূ বা বহ পঢ়তী বা পঢ়ী হৈ, পঢ়ী, পঢ়ীথী, পঢ়েগী ; বহুবচনে—পঢ়তী হৈঁ, পঢ়রহী হৈঁ, পঢ়ী, পঢ়তী থীঁ ; বে পঢ়েংগী, তুম পঢ়োগী।

ক্রিয়া সম্পাদনে সন্দেহ থাকিলে বর্ত্তমানকালের ক্রিয়াতে 'তা' যোগ করিয়া, এবং ভূতকালে ক্রিয়াকে আকারান্ত করিয়া তৎপরে উত্তম পুরুষের একবচনে হুংগা, মধ্যম ও প্রথম পুরুষে 'হোগা', এবং বহুবচনে উত্তম ও প্রথম পুরুষের ক্রিয়ায় হোংগে ও মধ্যমপুরুষে 'হোগে' যোগ করিতে হইবে। স্ত্রীলিঙ্গে ক্রিয়ার শেষে 'গী' হইবে। বর্ত্তমান—মৈঁ পঢ়তা হুংগা, (আমি হয়ত পড়ি) ; তূ বা বহ পঢ়তা হোগা ; বহু—পঢ়তে হোগে ; বহুবচনে—পঢ়তে হোংগে; তুম পঢ়ে হোগে ; ভূতকাল—পঢ়া হুংগা (আমি পড়িয়া থাকিব) ; হম বা বে পঢ়ে হোংগে, স্ত্রীং—পঢ়তী হোগী, পঢ়ী হোংগী ইত্যাদি।

বিধি ও অনুজ্ঞা (পুং ও স্ত্রীলিঙ্গে সমান রূপ)।

একবচন	বহুবচন
আমি পড়ি—মৈঁ পঢ়ূঁ	আমরা পড়ি—হম পঢ়েঁ
তুমি পড়— তূ পঢ়	তোমরা পড়—তুম পঢ়ো
সে পড়ুক—বহ পঢ়ে	তাহারা পড়ুক—বে পঢ়েঁ

(সম্ভাবনা অর্থেও সর্ব্বত্র ঐরূপ হইবে, কেবল তূ পঢ়ে এইমাত্র প্রভেদ)।

আদরার্থ—আপনি পড়ুন—আপ পঢ়িয়ে; পড়িও—পঢ়িয়ো; পড়িবেন—পঢ়িয়েগা।

কয়েকটী ক্রিয়ার বিশেষ রূপ।

ভূতকাল।

ধাতু	একবচন		বহুবচন	
	পুং	স্ত্রীং	পুং	স্ত্রীং
হোনা (হওয়া)	হুআ	হুই	হুএ	হুই
জানা (যাওয়া)	গয়া	গঈ	গয়ে	গই
লেনা (লওয়া)	লিয়া	লী	লিয়ে	লী
দেনা (দেওয়া)	দিয়া	দী	দিয়ে	দী
পীনা (পানকরা)	পিয়া	পী	পিয়ে	পী
করনা (করা)	কিয়া	কী	কিয়ে	কীঁ

আদর পূর্ব্বক বিধি বা অনুজ্ঞায় 'জানা' স্থানে 'জাইয়ে' হয়; কিন্তু অপরগুলি যথাক্রমে হূজিয়ে, লীজিয়ে, দীজিয়ে, পীজিয়ে, কীজিয়ে হইবে।

অসমাপিকা ক্রিয়া।

ক্রিয়ার মূল রূপের পর 'কর্' বা 'করকে' যোগ করিলে

অসমাপিকা ক্রিয়া সাধিত হয়। যেমন, পঢ় কর বা পঢ় করকে (পড়িয়া) খা করকে (খাইয়া); কিন্তু পড়িয়া পড়িয়া = পঢ় পঢ় কর, খাইয়া খাইয়া = খা খা কর, দেখিয়া দেখিয়া = দেখ দেখ কর হইবে।

'পড়িতে,' 'দেখিতে' প্রভৃতি ভাব প্রকাশের জন্য মূল ধাতুর পরে 'নে' বা 'নেকো' যোগ করিতে হয়। পঢ়নে বা পঢ়নেকো চলো (পড়িতে চল), খানে বা খানেকো (খাইতে)।

'পড়িতে পড়িতে', 'খাইতে খাইতে' প্রভৃতি ক্রিয়ার হিন্দীতেও মূল রূপের পর 'তে' হয়, এবং দ্বিত্ব হইয়া থাকে। পঢ়তে পঢ়তে, খাতে খাতে, দেখতে দেখতে ইত্যাদি। কোন কোন ক্রিয়ায় 'এ' যোগ করিলেও হয়—যেমন, বৈঠে বৈঠে।

স্ত্রী বা পুরুষ ভেদে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ ভেদ হয় না; কিন্তু দেখিতে দেখিতে, পড়িতে পড়িতে প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে উহারা ঈকারান্ত হয়; যেমন, লড়কী রোতী রোতী জা রহী হৈ (বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে)।

কর্ম্মবাচ্য।

কর্ত্তৃবাচ্য হইতে কর্ম্মবাচ্য করিতে হইলে ক্রিয়াটী

পুংলিঙ্গে আকারান্ত ও স্ত্রীলিঙ্গে ঈকারান্ত হইবে, এবং তৎসহ ক্রিয়ার কাল-লিঙ্গ-পুরুষানুসারে 'জানা' (যাওয়া) রূপ যোগ দিতে হইবে। কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মে প্রথমা ও কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি, এবং ক্রিয়া কর্ম্মানুযায়িনী হইবে। যথা, কর্ত্তৃবাচ্য—মৈঁ কিতাব পঢ়তা হুঁ, কর্ম্মবাচ্য—মুঝসে কিতাব পঢ়ীজাতী হৈ। কর্ত্তৃবাচ্য—উসনে আম খায়া, কর্ম্মবাচ্য—উস্‌সে আম খায়াগয়া।

সকর্ম্মক ও ণিজন্ত ক্রিয়া।

অকর্ম্মক ক্রিয়াকে আকারান্ত করিলে সকর্ম্মক হইয়া থাকে, এবং ক্রিয়ার প্রথমে দীর্ঘস্বর থাকিলে হ্রস্ব, কিন্তু এ বা ঐ থাকিলে ঈ হয়। (অ-ক) চলনা—(স-ক) চলানা, ভাগনা—ভগানা, বৈঠনা—বীঠানা, খেলনা—খীলানা।

সকর্ম্মক ক্রিয়াকে আকারান্ত করিলে দ্বিকর্ম্মক হয়; পঢ়না—পঢ়ানা, দেখনা—দীখানা ইত্যাদি।

[অতিরিক্ত (অ) মরনা-(স) মারনা, কটনা-কাটনা ইত্যাদি।

কোন কোন সকর্ম্মক ক্রিয়াকে দ্বিকর্ম্মক করিতে হইলে হ্রস্ব স্বরের পর 'লা' যোগ করিতে হয়; যেমন, দেনা—দিলানা, দেখনা—দিখলানা, খানা—খিলানা।

[অতিরিক্ত :—(অ-ক) টুটনা—(স-ক) তোড়না,

তুড়্‌বনা ; ফুটনা—ফোড়না, (ণিচ)—ফুড়্‌বনা ; রহনা (সক) রখ্‌না, (ণিচ) রখ্‌বনা]।

ণিজন্ত করিতে হইলে সকর্ম্মক ক্রিয়াকে অকারান্ত করিয়া উহার পরে 'বা' যোগ করিতে হয়। যেমন, চলানা—চলবানা (চালান) পঢ়ানা—পঢ়বানা (পড়ান), দেখনা —দাখবানা (দেখান)। পিলাবানা, কটবানা, বৈঠনা—বিঠবানা, রোনা (কাঁদা)—রুলবানা ইত্যাদি।

সংযুক্ত ক্রিয়া।

বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে দুইটী ক্রিয়া একত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, দে-ডালনা (দিয়া দেওয়া), চল-জানা (চলিয়া যাওয়া,) বোল-উঠনা (বলিয়া উঠা)। এইরূপ অবধারণার্থে—আনা, উঠনা, জানা, বৈঠনা, দেনা, লেনা, ডালনা, পড়না, রহনা, আদি ক্রিয়ার যোগ হইয়া থাকে।

'সামর্থ্য' অর্থে 'সকনা' এবং পূর্ণতা অর্থে 'চুকনা' ক্রিয়া যোগ করিতে হয় ; যেমন, কর সকনা, পঢ় চুকনা।

ক্রিয়ার মূল আকারান্ত করিয়া নিত্যতা বোধ জন্য 'করনা' এবং ইচ্ছা অর্থে 'চাহনা' যোগ দিতে হয় ; যেমন পঢ়া করনা, দেখা চাহ্‌না।

আরম্ভ অর্থে 'লগনা' এবং অবকাশ বোধার্থ 'দেনা', 'পানা' যোগ করিতে হয় ; যোগের পর ক্রিয়ার 'না' স্থানে ,নে' হইবে ; যথা—পঢ়নে লগনা, বোলনে দেনা ইত্যাদি।

কৃদন্ত প্রত্যয়।*

কর্ত্তৃবাচ্য—হারা, বালা, ইয়া, বৈয়া—রচনে হারা, পঢ়নে বালা, গবৈয়া (গায়ক)।

কর্ম্মবাচ্য—দেখাহুআ (দৃষ্ট), লিখীহুঈ (লিখিত)।

করণবাচ্য—কতরণী, ঝূলা।

ভাববাচ্য—আব, আঈ, বট, হট—চঢ়াব, পঢ়াঈ, বনাবট, চিল্লাহট। অতিরিক্ত—লেন. দেন, জানা, করনা।

ক্রিয়াদ্যোতক—ক্রিয়ার অন্তঃস্থিত "তা" বা "তী" পরে হুআ বা হুঈ যোগ করিতে হয়; বিশেষণের পরে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে; মারতাহুআ (মারিতে) খাতীহুঈ (খাইতে), পঢ়তেহুএ (পড়িতে)।

তদ্ধিত প্রত্যয় *।

কর্ত্তৃবাচ্য—হারা, বালা—চুরিহারা, দুধবালা, মথনিয়া।

ভাববাচ্য—আঈ, ঈ, পন পা, বট, হট—লড়কাঈ, লম্বাঈ, লড়কপন, বুঢ়াপা, সজাবট, চিকনাহট।

ক্ষুদ্রতাবোধক—ঈ, ইয়া; গোলা—গোলী, রস্‌সা—রস্‌সী, লোটা—লুটিয়া, নালা—নালী, খাট—খটিয়া।

---

* কৃদন্তপ্রত্যয়গুলি ক্রিয়াতে এবং তদ্ধিত প্রত্যয় বিশেষ্য বা বিশেষণে যুক্ত হইয়া থাকে।

গুণবাচক—আ, ঈলা ; প্যাস—প্যাসা (পিপাসার্ত্ত) ভূখ্—ভূখা ; (পিপাসার্ত্ত), রঙ্গ—রঙ্গীলা ;

ক্রিয়াবিশেষণ—সে ; জোরসে, ভুলসে।

অব্যয়।

ক্রিয়াবিশেষণ :—

(কালবাচক)—অব (এখন), কব (কখন) তুরন্ত্ (শীঘ্র), জলদী, ফির, কল (কাল), পরসোঁ (পরশ্বঃ)।

(স্থানবাচক)—য়হাঁ (এখানে) বহাঁ (সেখানে) কহাঁ (কোথায়) জহাঁ, তহাঁ, ইধর (এখানে), দূর, পাস।

(ভাববাচক)—হো, তো, অচ্ছা, সচ্মুচ্ (প্রকৃত) হী (ই), ভী (ও) ক্যোঁ (কেন), য়ানে (অর্থাৎ), জ্যোঁ, হাঁ য়োঁ (এমন) ত্যোঁ (তেমন)।

(পরিমাণবাচক)—একবের্, কুছ, ইতনা (এত), কিতনা (কত), অলগ্।

সম্বন্ধসূচক অব্যয়—আগে (পরে), বাহর, ভীতর, তলে, বীচ (মধ্যে), পর, নীচে, পীছে।

সংযোজক অব্যয়—ও, ঔর, এবং, কি, ফির, বরোবর।

বিভাজক ,, —বা, চাহে, পরন্তু, য়া (অথবা), জো।

বিস্ময়সূচক ,, —হা, ধিক্, বাহ বাহ, ওহো।

নিষেধ ,, ,, —ন, নহীঁ, মৎ (মৎ মধ্যমপুরুষে ব্যবহৃত হয়, যেমন, মৎ যাও—যাইও না)।

বাক্যরচনা।

হিন্দীতে কর্ত্তা, ক্রিয়া ও কর্ম্মাদির সমাবেশ বাঙ্গালা রচনা-প্রণালীর অনুরূপ ; কিন্তু ‘নহীঁ’ শব্দটী ক্রিয়ার পূর্ব্বে বলিতে বা লিখিতে হয়। মৈঁ নহীঁ জাউঙ্গা (আমি যাইব না), তূ মত্ বোল (তুমি বলিও না)।

একাধিক কর্ত্তা সংযোজক অব্যয় দ্বারা মিলিত থাকিলে ক্রিয়ায় পুংলিঙ্গের বহুবচন হইবে ; মা ও বেটা গয়েথে। কর্ত্তা একবচন হইলেও আদরার্থে ক্রিয়ায় বহুবচন হয়। পণ্ডিতজী আয়ে হৈঁ।

বিয়োজক অব্যয় থাকিলে, অন্তিম কর্ত্তার লিঙ্গ ও বচন অনুসারে ক্রিয়ার রূপ হইবে। রাম য়া উসকী বহিন জাবেগী, লড়কী য়া উসকা বাপ আতা হৈ।

একাধিক কর্ত্তার মধ্যে প্রথম পুরুষের সহিত উত্তম বা মধ্যম পুরুষ থাকিলে ক্রিয়ার লিঙ্গ ও বচন উত্তম বা মধ্যমের অনুযায়ী, এবং তিন পুরুষের কর্ত্তা একত্র থাকিলে ক্রিয়ায় উত্তম পুরুষের লিঙ্গ ও বচন হইবে। যেমন, তূ ঔর রাম পঢ়া থা, মৈঁ ঔর হরি পঢ়তাহু, আপ ঔর মৈঁ জাউংগা।

অপ্রাণিবাচক শব্দের পরস্থিত কর্ম্মবিভক্তি—‘কো’ প্রায়ই থাকে না, কিতাব পঢ়ো। অপ্রাণিবাচক শব্দের অধিকরণেও ‘কো’ বিভক্তি হয় ; মৈঁ রাতকো (রাত্রিতে) আউংগা।

চতুর্থী ও ২য়া বিভক্তির চিহ্ন ‘কো’ পর পর থাকিলে চতুর্থীর ‘কো’ লুপ্ত হইয়া যায়। দুইটী কর্ম্ম থাকিলে

অপ্রধান কর্ম্মের বিভক্তি থাকিবে না। মুঝে বা মুঝকো কিতাব পঢ়াইয়ে, মুঝে লড়কেকো দীখাও বা মুঝকো লড়কা দীখাও; কিন্তু, রামকো লড়কা দীখাও।

মূল্যবাচক শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হয়; মৈঁনে দো রূপৈয়েঁাসে কিতাব মোল লী।

আগে, পরে, পীছে, ভিন্ন, ভেট, পরিচয় প্রভৃতি শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়; গাব সে পরে, উসসে ভিন্ন, আপসে ভেট হুআ।

তুল্য, সমান, পরিমাণ, যোগ্যতা, সমীপ, পাস আদি শব্দের যোগে ৬ষ্ঠী বিভক্তি হয়। তুম্হারে সমান, ঘরকে পাস, পঢ়নে কী পোথী। (এই সমস্ত স্থলেও ষষ্ঠী বিভক্তি কা, রা, না প্রভৃতি যথাক্রমে কে—রে– নে হইবে)।

হিন্দী কবিতা।

হিন্দী কবিতায় বর্ণের মাত্রা গৃহীত হইয়া থাকে। হ্রস্বস্বর ও হ্রস্বস্বর যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ লঘু বা এক মাত্রা, দীর্ঘস্বর ও দীর্ঘস্বর যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ গুরু বা দ্বিমাত্রাগণ্য; অধিকন্তু অনুস্বার ও বিসর্গ যুক্ত বর্ণ এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্ব-স্বর যুক্ত বর্ণও গুরু বা দ্বিমাত্রা গণ্য হইবে। প্রতি চরণের শেষ বর্ণ আবশ্যক মত গুরু বা লঘু হইতে পারে।

দোহা, সোরঠা, চৌপাই, তোটক প্রভৃতি ছন্দঃ সচরাচর

দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে উহাদের রচনাপ্রণালী ও উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে ঃ—

'দোহা' ছন্দের কবিতা চারি চরণে রচিত। উহার প্রথম ও তৃতীয় চরণের প্রত্যেকটীতে ১৩ মাত্রা, এবং ২য় ও ৪র্থ চরণের প্রত্যেকটীতে ১১ মাত্রা থাকিবে—

বিনু বিশ্বাস ভক্তি নহি, তেহি বিনু দ্রব্‌হি কি রাম।
রাম কৃপা বিনু সপনেহু, মন ন লহহি বিশ্রাম॥

"সোরঠা" ছন্দঃ দোহার বিপরীত। ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১১ মাত্রা, এবং ২য় ও ৪র্থ চরণে ১৩ মাত্রা হইবে। ইহার শেষে প্রায়ই মিল থাকে না ঃ—

বিনু গুরু হোই কি জ্ঞান. জ্ঞান ন হোই বিরাগ বিনু।
গাবহি বেদ পুরাণ, সুখ কি লহহি হরি ভক্তি বিনু॥
কো বিশ্রাম কি পাব, তাত সহজ সংতোষ বিনু।
চলে কি জল বিনু নাব, কোটি জতন পচি পচি মরৈ॥

'চৌপাই' চারি চরণের প্রত্যেকটীতে ১৬ মাত্রা থাকে—

নিজ সুখ বিনু মন হোই কি থীরা,
পরস কি হোই বিহীন সমীরা।
কব নিউ সিদ্ধি কি বিনু বিশ্বাসা,
বিনু হরি ভজন ন ভবভয় নাসা॥
কলিযুগ কেবল হরিগুণ গাহা,
গাবত নর পাবহি ভব থাহা।

কলিজুগ এক পুণীত প্রতাপা,
মানস পুণ্য হোই নহি পাপা ॥

'তোটক' ছন্দেরও চারি চরণে প্রত্যেকটীতে ১৬ মাত্রা, এবং প্রত্যেক তৃতীয় বর্ণ গুরু হইবে।

জয় রাম সদা, সুখধাম হরে।
রঘুনায়ক সায়ক চাপ ধরে ॥
ভব বারন দারন, সিংঘ প্রভো।
গুণ সাগর নাগর, নাথ বিভো ॥

'ছপ্পৈ' ছন্দে ছয় চরণ থাকে, প্রথম চারি চরণে ২৪ মাত্রা, এবং শেষের দুই চরণে ২৮ মাত্র দ্বিতীয় হইবে। 'সবৈয়া' 'কুণ্ডলিয়া' 'চামর' ছন্দঃ, 'কবিতা ছন্দঃ' প্রভৃতি আরও বহুবিধ ছন্দঃ হিন্দী ভাষায় প্রচলিত আছে।

দীর্ঘ ছন্দ—অহল্যার শাপোদ্ধার।

পরসত পদপাবন, শোক নসাবন,
প্রগট ভঈ, তপ পুংজ সহী।
দেখত রঘু নায়ক, জন সুখদায়ক,
সন মুখ হোঈ, কর জোরি রহী ॥
অতি প্রেম অধীরা, পুলক শরীরা,
মুখ নহি আবৈ, বচন কহী।
অতিশয় বড় ভাগী, চরণন্হি লাগী,
যুগ নয়নন্হি, জলধার বহী ॥

দেন্ লেন্ শ্রীকৃষ্ণানন্দ, সংসার মেঁ দো কাম।
দীন ভুকে কো দেনা অন্ন, লেনা ভগবৎ নাম॥ ১
আবাগমন শ্রীকৃষ্ণানন্দ, দুখ্ পাওয়ে সব রোয়।
জানা হৈ তো ইস্ বিধি জাও, ফির না আনা হোয়॥ ২
নিন্দ্‌ক ভালা বড়ে কৃপালা, পর হিতকারী ভারি।
বিনমোল ভাঙ্গি-কাম উঠায়া, শিব পর পরমল ধারী॥ ৩
নিজ নরককো কবুল কিয়া হৈ, পরহিত চাহনে হারা।
কহে গরীব শ্রীকৃষ্ণানন্দ, নিন্দুক মিত্র মেরা॥ ৪
নারীমাতা সবিতা নারী, কোঁয়া নারী নরক মূল।
নারী পিশাচী কহনা তেরা, মলিন মনকা ভুল॥ ৫
নর নারী সব রূপ আধারা, ঘট্ ঘট নিবাসে রাম।
নিহারো শ্রীকৃষ্ণানন্দ, সব কায়া হরি ধাম॥ ৬

(শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলি হইতে উদ্ধৃত

বলিদান পর বিচার।

(পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী কী "পঞ্চামৃত" নামক হিন্দী পুস্তকসে উদ্ধৃত)।

জব তক বিধিপূর্ব্বক সাধনকে দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ ন কর লিয়া জায়, তব তক উসকে উচ্চারণ মাত্রসে ক্যা হো সকতা হৈ? ক্যা চৈতন্যরূপিনী ভগবতী অচেতন মন্ত্রসে সন্তুষ্ট হো জায়েংগী? ক্যা কিসী অসিদ্ধ, নিষ্ঠাবিহীন, মলিন

চিত্ত পুরোহিতকে দ্বারা কোঈ মন্ত্র উচ্চারিত হোনেসে, ঔর মূর্ত্তিকে সন্মুখ পূজনকা সামগ্রী রখ-দেনেসে ভগবতী গ্রহণ করলেংগী ? কেবল মূর্ত্তিকে সামনে বৈঠকে মন্ত্র পঢ় দেনে-হীসে থোড়ী পূজা হোতী হৈ। ভগবতী বাতোঁমে নহীঁ ফুসলাই জা সকতীঁ বে মনকী গতি জাননে বালী হৈঁ। জব হমারে হৃদয়সে প্রেমপূর্ণ মন্ত্র সুনতী হৈঁ তভী পূজা গ্রহণ করতী হৈঁ, ঔর বহী কৃপাদৃষ্টিসে পবিত্রীকৃত সামগ্রী বাস্তবিক মহাপ্রসাদ কহলাতী হৈ। উসী মহাপ্রসাদকে সেবনসে অসাধ্য রোগ সহজমেঁ নাশ হোঁতে হৈঁ. শরীর পবিত্র হোতা হৈ, মন শুদ্ধ হোতা হৈ, ঔর প্রাণ তৃপ্ত হো জাতে হৈঁ। অন্তঃকরণকা জিস উমংগসে প্রহ্লাদজীনে বিষ ভগবানকো সমর্পিত করকে অমৃতকী নাঈঁ পী লিয়া থা, সচ্চে শাক্ত-লোগ জিস প্রেমসে মদিরা ভগবতীকো নিবেদন করকে দূধকী ভাঁতি পী জাতে হৈঁ, উসী সচ্চে স্নেহসে মন্ত্রোচ্চারণ করনা বাস্তবিক মন্ত্র হৈ, ঔর উসী মন্ত্রসে ভোগ লগাও তো সারী সামগ্রী মহাপ্রসাদ হো জাতী হৈ। যদি তুম মন্ত্রকো চৈতন্য করকে উসকে দ্বারা ধাতু পাষাণাদিকা মূর্ত্তিকো চৈতন্য নহীঁ কর-সকতে তো তুম্হারী পূজা ব্যর্থ হৈ ! সচ্চা ভক্তি বা সিদ্ধ মন্ত্রকে বিনা কোঈ বস্তু উন্‌হে স্বীকৃত নহীঁ হো সকতী। কদাচিৎ আপ কহেঁ কি—"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাস্তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ" পর য়হভী স্মরণ রখিএ কি সোমযাগ, সেনযাগ, পুত্রেষ্টি যাগ সব সকাম হোতা হৈঁ। উনঃকে দ্বারা কামনা সিদ্ধ হোতী

হৈ, পর মোক্ষ নহীঁ হোতা। মুক্তিকে লিয়ে জপ-যজ্ঞ, ধ্যান-যজ্ঞ, জ্ঞান-যজ্ঞাদিক অনেক নির্দ্দোষ যজ্ঞকী আবশ্যকতা হৈ, উন্হে ক্যোঁ নহীঁ করতে? পর বহ আপকো ন রুচেগী, ক্যোঁকি উনমেঁ মাংস খানেকা সুভীতা নহীঁ হোতা। ইসসে আপ অপনী জিহ্বা কী লোলুপতাকে লিএ ঋষি-য়োঁকা নাম লে লে কর মাংস ভক্ষণকী যুক্তি নিকালেংগে য়হ ন বিচারেংগে কি জিন্হেঁ জিলানেকী সামর্থ্য থী উন্হীঁকো মারনাভী শোভা দেতা থা। উন্হোঁনে তপস্যাকে প্রভাবসে ঈশ্বরপদবী প্রাপ্ত কর লীথী. উনকেসে কাম হমারী তুম্হারী সামর্থ্যকে বাহর হৈ। অতঃ হমেঁ উনকে কামোঁকে অনুকরণকা অধিকার নহীঁ হৈ, কেবল উনকে উপদেশ পর চলনা শ্রেয়স্কর হৈ, ক্যোঁকি হম এক মচ্ছর কোভী জিলা নহীঁ সকতে, ফির পশুঘাত ক্যোঁ করেঁ? জব ঋষিয়োঁকী ভাঁতি তপস্তেজ সঞ্চিত কর সকেংগে তভী হম অপনে পশুবধাদি জন্য পার্পোকোভী দগ্ধ কর সকেংগে অন্যথা নহীঁ। সারাংশ য়হ কি মুমুক্ষুকে লিএ রাজস তামস যজ্ঞে (জিনমেঁ বলিদানকী বিধি হৈ) কা করনা অনুচিত হৈ।

কতকগুলি স্বাভাবিক স্ত্রীলিঙ্গশব্দ।

অক্ল (বুদ্ধি)	কমর (কোমর)	চিড়িয়া (পক্ষী)
আওয়াজ	কল, কলম	চীজ (বস্তু)
আঁথ (চক্ষু)	কসম (শপথ)	চোট (আঘাত)
আগ (অগ্নি)	কিতাব	ছত (ছাদ)
আঁচ (উত্তাপ)	কীচর (কাদা)	ছাঁও (ছায়া)
আদরক্ (আদা)	কীমত (মূল্য)	ছীঁক (হাঁচী)
আদালত (এজলাস)	কোশিশ (চেষ্টা)	জগহ (স্থান)
আফ্ত (বিপদ)	ক্য়় (বমি)	জড় (মূল)
আফিম	খবর	জবান (বাক্য)
আবহাওয়া (জলবায়ু)	খরীদ	জমা
ইজ্জত (মান)	খাতির	জমীন—
ঈট	গপ (গল্প)	জয়—
ইয়াদ (স্মৃতি)	গরদন (ঘাড়)	জান (প্রাণ)
ইসারা	গলত (ভুল)	জীত (জয়)
উথ (ইক্ষু)	গাঁট	জীদ
উন (পশম)	ঘাস	জীভ্
উমর (বয়স)	চমক (উজ্জ্বলতা)	ঝাঁঝ
উমেদ (আশা)	চা—	ঝীল (হ্রদ)
ওস্ (শিশির)	চাদ্দর—	ঠোকর
কদর (সম্মান)	চাল (রীতি)	ডকার (উদ্গার)

ডর (ভয়)	দবা (ঔষধ)	পীয়াস (পিপাসা)
ডাক (ডাকের ব্যাগ)	দীবার (দেওয়াল)	পোষাক
তকলীফ্ (ক্লেশ)	দুকান	প্যাঁজ
তদবীর (চেষ্টা)	দুনিয়া (পৃথিবী)	ফজর (প্রাতঃ)
তনখাহ্ (বেতন)	দুম (লেজ)	ফিকর (চিন্তা)
তবীয়ৎ (স্বাস্থ্য)	দূর	ফুরসত
তরফ্ (পক্ষ)	দের (বিলম্ব)	ফৌজ
তরহ্ (মত)	দোয়াত	বগল
তরাজু (বাটখারা)	ধুপ (রৌদ্র)	বন্দবস্ত
তলব্	ধুম (জাঁকজমক)	বন্দুক, বরসাত
তলবার	ধূর (ধূলি)	বারুদ
তলাশ	নকল	বালু
তসবীর (চিত্র)	নজর (দৃষ্টি)	বাহার (শোভা)
তাকত (বল)	নজীর (দৃষ্টান্ত)	বুনিয়াদ (ভিত্তি)
তারীখ	নাক	বু (গন্ধ)
তারিফ্	নাব (নৌকা)	বেত
তোপ	নাস (নস্য)	বৈঠক
দরখাস্ত	নীদ (নিদ্রা)	ভাঙ্ (সিদ্ধি)
দরদ্ (বেদনা)	পর্দ্দা	ভীক্ (ভিক্ষা)
দলীল	পীঠ	ভীড়

ভূখ্ (ক্ষুধা)	রাখ্ (ভস্ম, ছাই)	শাঁস (শ্বাস)
ভূল	রাল (ধূনা)	সজা (শাস্তি)
মজলীস	রাহ (পথ)	সড়ক (পথ)
মদদ (সাহায্য)	রেকাব	সমঝ (বুদ্ধি)
মলাকাত (সাক্ষাৎ)	লবঙ্	সরসোঁ (সর্ষপ)
মশাল	লাথ (লাথি)	সন্দুক
মসজীদ	লাশ (শব)	সলাহ্ (পরামর্শ)
মারচ (মরিচ)	লুট	সুবহ (প্রাতঃ)
মীহনত (শ্রম)	শক্কর (চিনি)	হদ্ (সীমা)
মোশকল (কঠিন)	শকল (আকার)	হাজামত (ক্ষৌর)
মৌত (মৃত্যু)	শরম (লজ্জা)	হালত (অবস্থা)
য়াদ (স্মৃতি)	শরাব (মদ)	হাবয়া
রসীদ	শাম (সন্ধ্যা)	হোশ্ (চৈতন্য)

গণনা।

যে সংখ্যাগুলি বাঙ্গালা হইতে পৃথক্‌ভাবে উচ্চারিত হয়, কেবল তাহাদেরই নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

এক, দো, এগারহ্, তেরহ্, পন্দরহ্, সংরহ্ (১১ হইতে ১৮ পর্য্যন্ত এইরূপ) বীস (২০), একীস (২১), চওবীস (২৪), সাতাইস, আঠাইস, উনতীস, তীস (৩০),

তঁ্যায়তীস (৩৩) ঊনতালীস (৩৯), চালীস (৪০) একতালীস (৪১), তঁ্যায়তালীস:(৪৩) ছেয়ালীস (৪৬), সাঁয়তালীস (৪৭), আটতালীস (৪৮), ঊনচাস (৪৯), পচাস (৫০), একাওন (৫১), বাওন (৫২), তেরপন (৫৩), চোওন (৫৪), পচ্‌পন (৫৫), ছপ্পন (৫৬), সতাওন (৫৭), আঠাওন, (৫৮), সট (৬০), একসট (৬১), বাসট (৬২), তেরসট (৬৩), (৬৮ পর্য্যন্ত এইরূপ) ঊনহত্তর (৬৯), সত্তর, একহত্তর (৭১), (৭৮ পর্য্যন্ত এইরূপ), চৌরাসী (৮৪), ঊননব্ব্যায় (৮৯), নব্ব্যায় (৯০), (৯৮ পর্য্যন্ত এইরূপ) নেরানব্ব্যায় (৯৯), সও (১০০), হাজার, লাখ, করোর।

সম্পূর্ণ.

যোগাশ্রমের গ্রন্থাবলী।

(পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-প্রণীত গ্রন্থ সমূহের আয় কাশী যোগাশ্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা-যোগেশ্বরী মাতার সেবার্থে অর্পিত হইয়াছে।)

পরিব্রাজকের গীতা।

দেখিতে দেখিতে পরিব্রাজক শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় কর্তৃক ব্যাখ্যাত গীতার তৃতীয় সংস্করণও নিঃশেষ হইয়া গেল। গীতার চতুর্থ সংস্করণও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম্ এ মহাশয়কর্তৃক অতীব আগ্রহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। গীতার মূল, শাঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা ও পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামীজীর **গীতার্থসন্দীপনী** নাম্নী বিশদ বাঙ্গলা ব্যাখ্যা এবারে আরও বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত হইতেছে। অধিকন্তু ভাষ্য টীকাদিতে উদ্ধৃত শ্রুতি প্রমাণগুলিরও সুখবোধ নিমিত্ত উপনিষদের নাম ও অধ্যায়, শ্লোকাদির সংখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। এইজন্য ইহা যে বঙ্গীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর ও সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণেরও বিশেষ আদরণীয় হইবে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। বঙ্গানুবাদও বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষায় "গীতার্থ-সন্দীপনীর" ন্যায় সুললিত ও সারগর্ভ ব্যাখ্যা আর কোন গীতাতেই নাই। এমন উপাদেয় ও মর্ম্মার্থপূর্ণ শাস্ত্রতাৎপর্য্য-মথিত সাধনানুকূল ব্যাখ্যা একমাত্র পরিব্রাজকের

গীতাতেই দেখিতে পাইবেন। পরিব্রাজকের গীতার্থ-সন্দীপনীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্যাখ্যা বঙ্গদেশে আর নাই, পূর্ব্বাপর এরূপ একটী প্রবাদই প্রচলিত রহিয়াছে। গীতার্থ-সন্দীপনী পাঠে পুণ্যাত্মা পাঠকবর্গের হৃদয়ে যে গীতার কত গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বঙ্গ ভাষাবিৎ পাঠক মাত্রেই জানেন। সুতরাং নূতন করিয়া ইহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু গীতার্থ-সন্দীপনী পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ইহার ভাব ও রচনা চিরদিন বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্বরত্নরূপে বিরাজিত থাকিবে।"

এই গীতার সুবিস্তৃত সূচীপত্রে অকারাদি ক্রমে সমস্ত শ্লোক ও শব্দের সূচী এরূপভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যে, যে কোন শ্লোক ও শব্দের অর্থই অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন। তদ্ব্যতীত প্রত্যেক অধ্যায়ের বিশ্লেষণপূর্ব্বক যে বিশদ বিষয়-সূচী প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে একবার দৃষ্টিমাত্রেই গীতোক্ত উপদেশের সার সমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হইবে। গীতা সম্বন্ধীয় যে কোন দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে এই বিষয় সূচীর প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহার সদুত্তর পাইবেন। আবার বঙ্গীয় পাঠকগণের বিশেষ সুবিধার জন্য বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সহ যে অন্বয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠমাত্র (সংস্কৃত না জানিলেও)সকলেই গীতার মূল শ্লোকের অন্তর্গত প্রত্যেক শব্দের অর্থ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী শ্লোকের অন্বয় উদ্ধৃত হইল :—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন। অঃ ২।২॥

অন্বয়বোধিনী। (হে) অর্জ্জুন! বিষমে (সঙ্কট সময়ে) কুতঃ (কেন) [কি কারণে] ইদং (এইরূপ) অনার্য্য জুষ্টম্ (আর্য্যগণের অযোগ্য) অস্বর্গ্যং (স্বর্গগতির রোধক) অকীর্ত্তি-করং (অযশস্কর) কশ্মলং (মোহ) ত্বা (তোমাকে) সমুপস্থিতম্ (প্রাপ্ত হইল) ॥ ২ ॥

গীতার পাঠক্রম, গীতামাহাত্ম্যের মূল ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা, এবং পরিব্রাজক মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও হাফ্‌টোন চিত্রও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপে পুস্তকের কলেবর আট শত পৃষ্ঠারও অধিক হইয়া পড়িলেও মূল্য পূর্ব্ববৎ উত্তম কাপড়ে বাঁধা ৪৲ চারি টাকা মাত্র। ডাকখরচ পৃথক ৷৹ আনা লাগিবে। যাঁহারা পুস্তক সম্পূর্ণ মুদ্রণের পূর্ব্বেই গ্রাহক হইয়া দুই খণ্ডে লইবেন, তাঁহারা ডাকব্যয় সহ ৩৷৹ টাকায় পাইবেন।

—o—

অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

ইহাতে ভারত-ভ্রমণের সহিত সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্ম্মজীবনের বিবিধ তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধযোগী ধীরবীর্য্য কৃত হিমালয়-স্থিত ঋদ্ধিমন্দিরের বিস্ময়কর বিবরণ পাঠে অনেকে চমৎকৃত ও পুলকিত হইবেন। ইহাতে যোগতত্ত্ব ও সাধনক্রম এবং জ্ঞান ও ভক্তির প্রকৃত লক্ষ্য ও সমন্বয় সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে।

"ঢাকা প্রকাশ" বলেন—"অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" বস্তুতঃই অপূর্ব্ব জিনিষ। একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, পাঠক

উহা শেষ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠের সহিত গভীর তত্ত্ব সকল অলক্ষিত ভাবে হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া যায়। ঋদ্ধিমন্দিরের বর্ণন পাঠকালে আমরা এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম, যে সময় সময় আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল।"

মূল্য ।৵০ মাত্র। (শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজী ব্যাখ্যাত গীতার গ্রাহকগণের জন্য মূল্য ।০ মাত্র)।

——৩——

পরিব্রাজকের বক্তৃতা।

যিনি উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় ধর্ম্ম সমাজের দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করিবার জন্য সনাতন ধর্ম্মের প্রচার প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, যাঁহার অমৃতময়ী ধর্ম্মব্যাখ্যায় সহস্র সহস্র পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত, কত অপথ কুপথ গামীও সুপথে আনীত, যাঁহার জ্বলন্ত ও জীবন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় একসময়ে সুদূর পঞ্জাব হইতে আসামপর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত টলমলায়মান হইয়াছিল, বঙ্গের সেই প্রতিভাসম্পন্ন অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর অমূল্য বাণী চিরস্থায়িনী করিবার জন্য এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পরিব্রাজকের বক্তৃতা বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য। তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবসমাবেশ, অভিনব যুক্তি ও সুমধুর ভাষায় সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিব্রাজকের বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ ওজস্বিনী বক্তৃতা হয়, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।" এই বক্তৃতার জীর্ণ কঙ্কালমাত্র দেখিয়া

বঙ্গবাসীও এক দিন বলিয়াছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সেই মোহনকান্তি-মুখনিঃসৃত অমৃতময়ী মধুধারা যিনি শ্রবণাঞ্জলি পুটে পান করিয়াছেন, তিনি ইহার মর্ম্ম আপনি বুঝিয়া লইবেন।" (বঙ্গবাসী ৩১এমে ১৮৯১) মূল্য এক টাকা মাত্র, ডাকব্যয় /০ আনা।

শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি।

বঙ্গে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারের উদ্বোধন কালে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক গভীর গবেষণাপূর্ণ যে সমস্ত উত্তমোত্তম প্রবন্ধ লিখিতেন, যাহার সুন্দর সুমার্জ্জিত ভাব ও ভাষা সাহিত্য জগতে অতুলনীয়, তাহাই পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়াছে। স্বদেশভক্তি ও স্বদেশানুরাগ ইহার ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট রহিয়াছে। কিরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হয়, কিরূপে ধর্ম্মের সেবাদ্বারা শান্তিতে দেশোন্নতি করিতে হয়, তাহা এই পুস্তকে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। মানব-গ্রন্থ, জাতীয় প্রকৃতি, নীতি শিক্ষা, ধর্ম্মসাধনের প্রয়োজন, দুর্গোৎসব, রাস-লীলা, জীবের নিদ্রাভঙ্গ ইত্যাদি চারি শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ প্রবন্ধমালা একবার পাঠ করিলেই উহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। মূল্য ৸০ আনা, ডাকব্যয় /০ এক আনা।

☞ বক্তৃতা ও পুষ্পাঞ্জলি একত্রে লইলে ১৸০ মূল্যেই পাওয়া যায়। পুস্তক দুই খানি বিশুদ্ধ ভাব ও ভাষার আদর্শ-স্বরূপ, এবং এফ্ এ ও বিএ পরীক্ষার্থিগণের বাঙ্গলা ভাষায় দক্ষতা লাভের জন্য বিশেষ উপযোগী।

ভক্তি ও ভক্ত।

(নূতন-পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে)।

ভক্তি ও ভক্ত পাঠ করিতে করিতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। পরিব্রাজকের **ভক্তিরসামৃত** পাঠ করিলে কেহই প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। পরিব্রাজক মহোদয় প্রণীত এই ভক্তিগ্রন্থ খানি ধর্ম্ম-সাহিত্যের অমূল্যরত্ন। নারদ ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের এরূপ সুমধুর বিশদ ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় আর নাই। ভক্তচরিতগুলি পাঠকালে সত্য সত্যই মরুভূমি সদৃশ শুষ্কহৃদয়েও প্রেমের প্রবাহ বহিতে থাকে। এই সংস্করণে পরিব্রাজক মহোদয় লিখিত আরও একটী ভক্তচরিত এবং তাঁহার প্রণীত কলিকালের সার সম্বল **"হরের্নামৈব কেবলম্"** ভক্তি ও ভক্তের অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। অধিকন্তু গ্রন্থারম্ভে বিস্তৃত সূচী এবং সকলের সুখবোধার্থ ভক্তিসূত্র ও ভক্ত-চরিতমালার সরল ও সরস আভাস প্রদত্ত হইয়াছে; এবং তৎসহ পরিব্রাজক মহোদয়ের **বিজ্ঞাপনী** হইতে **ভক্তির নিরুদ্দেশ ও পরিচয়ও** উদ্ধৃত হইল। আশা করি এইবার পরিব্রাজক প্রণীত "ভক্তি ও ভক্ত" বঙ্গের গৃহে গৃহে শোভা পাইবে। বিষয় সমাবেশের অনেক বৃদ্ধি হইলেও মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল। ভিঃপিঃ ডাকে ৸০ পড়িবে।

—— o ——

পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

(পঞ্চম সংস্করণ দ্বিগুণ আকারে পরিবর্দ্ধিত)

পরিব্রাজকের সঙ্গীতের কোন পরিচয় দিবার আর আবশ্যক নাই। পরিব্রাজক রচিত—'যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী', 'হরি নামামৃতপান কর সবে ভাই,' 'মন করিস্‌নে গণ্ড-গোল' 'বিরাজো মা হৃদ্-কমলাসনে' ইত্যাদি সঙ্গীত সকল এক্ষণে বঙ্গের নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে গীত হইয়া থাকে। গ্রামোফোন যন্ত্রেও পরিব্রাজকের অনেকানেক সঙ্গীত উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু পরিব্রাজক মহোদয়ের রচিত সমস্ত সঙ্গীত এতদিন একত্রে মুদ্রিত হয় নাই। এইবার আমরা তাঁহার রচিত আগমনী গান ও শেষ জীবনের সমস্ত সঙ্গীতগুলি সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম। তিনি কিশোর বয়সে ভক্তিভাব ও বৈরাগ্যের আবেশে যে শত সঙ্গীত পূর্ণ সঙ্গীতমুঞ্জরী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও এই সংস্করণে পরিব্রাজক-সঙ্গীতের পরিশিষ্ট রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। পরিব্রাজকের সঙ্গীতগুলি তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল স্বরূপ। জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ ও ভক্তি সাধনার গভীর তত্ত্বসকল ইহাতে অতি সরলভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। সঙ্গীতগুলি পড়িলে বা শুনিলে ভক্তি ভাবে মন আপনি গলিয়া যায়। পরিব্রাজকের সঙ্গীতে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মতমতান্তরের সমন্বয় এবং জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সমাবেশ থাকায় ইহা সাধক মণ্ডলীর অতি প্রীতিকর হইয়াছে। যাঁহারা সহজে সাধনমার্গের সার কথাগুলি জানিতে চাহেন,

তাঁহারা একবার পরিব্রাজকের সঙ্গীত পাঠ করুন। এবার সঙ্গীতের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক হইলেও মূল্য ।৵৹ আনা মাত্রই নির্দ্ধারিত হইল। ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৹ আট আনা।

পঞ্চামৃত—পরিব্রাজক মহোদয়ের এই পুস্তকে উপাসনা সম্বন্ধীয় সমস্ত গভীর তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে। ইহা একবার পাঠ করিলে পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের ভাবদ্বিরোধ মিটিয়া যাইবে, শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিদ্বেষ ভাব বিদূরিত হইবে। ইহাতে বলিদান, রাসলীলা ও পঞ্চমকারের শাস্ত্রীয় প্রকৃত তাৎপর্য্য অতি সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। মূল্য ৵৹ তিন আনা, ডাক ব্যয় ৵১৹।

রামগীতা—পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত। রামগীতার এরূপ সুন্দর ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা আর নাই। রামগীতা সংক্ষেপে বেদার্থের সার সংগ্রহ স্বরূপ। সহজে জ্ঞান ও ভক্তি তত্ত্ব বুঝিতে হইলে পরিব্রাজক ব্যাখ্যাত রামগীতা পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। মূল্য ৵৹ তিন আনা ডাক ব্যয় ৵১৹।

ষট্‌চক্র—আত্মবোধের জন্য ষট্‌চক্রের জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই পুস্তকে পরিব্রাজক মহোদয় লিখিত ষট্‌চক্রের সুবিস্তৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিলে সাধনসম্বন্ধীয় অনেক সন্দেহই দূর হইয়া যাইবে, এবং সকলেই ষট্‌চক্রের সাধনতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

☞ পরিব্রাজকের গীতার গ্রাহকগণ পঞ্চামৃত ও রামগীতা একত্রে ।৹ আনায়, এবং ষট্‌চক্র খানি ।৹ আনায় পাইবেন।

প্রবোধকৌমুদী—সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া সাধনমার্গে প্রবেশপূর্ব্বক পরিব্রাজক মহোদয় সর্ব্বপ্রথমে এই পুস্তক খানিই প্রণয়ন করেন। ইহার পত্রে পত্রে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিভাব শোভা পাইতেছে। একবার পাঠ করিলেই যৌবনের মোহ বিদূরিত হইয়া যায়। মুল্য ৵০ আনা।

নীতিরত্নমালা—স্বধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় শিক্ষাপ্রদ অতি উপাদেয় পুস্তক। স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের চরিত্রগঠন জন্যই পরিব্রাজক মহোদয় এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গের সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার শুভ ফল এক্ষণে কাহারও অবিদিত নাই। ইহাতে তাঁহার প্রদত্ত বালক ও যুবকগণের উপযোগী নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক সার উপদেশ সকল সংগৃহীত হইয়াছে। বয়োজ্যেষ্ঠগণও এই পুস্তকপাঠে বিশেষ তৃপ্ত লাভ করিবেন। পুস্তকের প্রতি পংক্তিতে ভারতীয় ধর্ম্মভাব বিকাশ পাইতেছে। আশা করি, এই গদ্যপদ্যময় নীতিরত্নমালা প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের হৃদয়ে শোভা পাইবে। মূল্য ৵০ আনা।

শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলী—সুবিস্তৃত বাঙ্গালা ব্যাখ্যাসহ পরিব্রাজক মহোদয় কর্তৃক হিন্দী ভাষায় (বাঙ্গালা অক্ষরে) রচিত কবিতামালা। জ্ঞান ও ভক্তিসম্বন্ধীয় অত্যুচ্চ ভাবসমূহ ও যোগের গূঢ় রহস্য সুললিত ছন্দে ও মনোহর ভাষায় সুশোভিত। মহাত্মা কবীর, তুলসীদাস আদি হিন্দী কবিগুরুগণের উপদেশের ন্যায় ইহা সজ্জন মাত্রেরই কণ্ঠে কণ্ঠে শোভা পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মূল্য ৵০ দুই আনা।

যোগ ও যোগী—পরিব্রাজক প্রণীত এই পুস্তকখানি যোগশিক্ষার সোপান স্বরূপ। ইহা প্রথমে পাঠ করিলে যোগ শাস্ত্রীয় গ্রন্থালোচনায় বিশেষ সহায়তা হইবে। ইহাতে সংক্ষেপে অথচ সরল ভাবে যোগ সাধন প্রণালী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরিব্রাজক মহোদয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"যাহাতে সাধকগণ মায়াতে না ভুলিয়া কায়াতে আকৃষ্ট হয়েন, ছায়াতে তাহারই আভাস দেওয়া হইল।" মূল্য ৵৹ দুই আনা।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র—পরিব্রাজক মহোদয় প্রণীত নিজ জন্ম-ভূমির দেবলীলা বিষয়ক অপূর্ব্ব ইতিহাস। পড়িতে পড়িতে ভক্তিভাবে হৃদয় বিগলিত হইবে, প্রেমাশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহার কিয়দংশ মাত্র ভক্তি ও ভক্তের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইয়াছে। মূল্য ডাক ব্যয় সহ ⁄১০ মাত্র।

☞ পরিব্রাজক মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও প্রণীত নিম্নলিখিত **চারিখানি** পুস্তক একত্রে দুই আনায় পাওয়া যায়। (ডাঃ মাশুল লাগিবে না।) (১) মণিরত্নমালা—সংস্কৃত মূল ও বিশদ বাঙ্গালা ব্যাখ্যা; (২) শ্রাদ্ধতত্ত্ব—বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা প্রতিপাদন; (৩) বিজ্ঞাপনী—বিজ্ঞাপনের ভাষায় জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বের গূঢ় উপদেশ; (৪) আগমনী—পরিব্রাজক রচিত সমস্ত আগমনী সঙ্গীত একত্রে মুদ্রিত।

স্তবমালা—নানা শাস্ত্র হইতে সিদ্ধ সাধকগণ কৃত অত্যুত্তম স্তোত্র কবচ প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। সকল দেব দেবীর

স্তবই এই পুস্তকে পাইবেন। ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

বিশ্বনাথ-আরতি ও অন্নপূর্ণা স্তুতি—মূল্য ৴০। স্তবমালা লইলে এইখানি উপহার স্বরূপ পাইবেন।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—নিত্য পাঠের জন্য বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত, কাপড়ে বাঁধা—মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

পকেট গীতা—নিত্য পাঠের জন্য গীতামাহাত্ম্য সহিত মূলগীতা বড় অক্ষরে মুদ্রিত—মূল্য ৵০ আনা।

—০—

বিচার প্রকাশ।

এই পুস্তকে শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গুরুদেব সিদ্ধ পরমহংস বাবা দয়ালদাসজীর জীবনী ও উপদেশবাণী সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় স্বামী দয়ালদাসজীকে দর্শন করিয়া সঞ্জীবনী সংবাদপত্রে ও স্বপ্রণীত "কুম্ভমেলা" নামক পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ সমস্তই এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা পাঠে আদর্শ সাধু-জীবন ও বেদান্ত শাস্ত্রীয় সার মর্ম্ম এবং সন্ন্যাস ও সাধন বিষয়ক সমস্ত কথাই জানিতে পারিবেন। একাধারে বিবিধ দার্শনিক মীমাংসা, গীতার সূত্রস্বরূপ দ্বিতীয়াধ্যায়ের গূঢ়ার্থ, এবং মুক্তি লাভের উপায় ও অনুষ্ঠান অতিপ্রস্ফুটভাবে বিবৃত হইয়াছে। সাধু সন্ন্যাসিগণের মধ্যে

নিত্য ব্যবহৃত বেদান্ত-শাস্ত্রীয় সরল সিদ্ধান্তপূর্ণ এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। সাধুমুখ-নিঃসৃত এই জীবন্ত উপদেশবাণী পাঠ করিলে প্রকৃতই সাধুসঙ্গের ফল লাভ হইবে। ২০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ॥০ মাত্র, ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৵০ পড়িবে। হিতবাদী—"আমরা শ্রীমৎ দয়ালদাসস্বামী মহোদয়কে গুরুবৎ পূজা করিতাম। এ পুস্তক জিজ্ঞাসু মাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।" "যাঁহারা নব্য বেদান্তের মত জানিতে চাহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পড়িয়া উপকৃত হইবেন"—প্রবাসী। "আমরা আশা করি, বিবিধ তত্ত্বজ্ঞানময় ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ এই পুস্তকখানি বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী ধর্ম্ম-তত্ত্বসেবী হিন্দু পাঠকগণের সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইবে।" (হিন্দুপত্রিকা।)

জ্ঞানদীপিকা—এই বৃহৎ গ্রন্থখানি জ্ঞান ও ভক্তিসাধনানুকূল প্রবন্ধাবলিতে পূর্ণ। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী লিখিয়াছেন—"প্রবন্ধগুলিতে সাধন লব্ধ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান বিকাশের নির্ম্মল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ লহরীমালা ক্রীড়া করিতেছে।" ডিমাই ৮ পেজী ৩৫০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ এই সুবৃহৎ গ্রন্থ এক্ষণে কিছু দিনের জন্য ।৶০ ছয় আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। কেবল ডাকব্যয়ই ৵০ দুই আনা পড়িবে। ডাকব্যয় সহ মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

গৌড়পাদীয় আগম—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু ও শুকদেব শিষ্য শ্রীশ্রীগৌড়পাদাচার্য্য কৃত। ইহাই অদ্বৈতমতের মূল

গ্রন্থ। ইহাকেই আদর্শ করিয়া শঙ্করাচার্য্য শারীরক-ভাষ্য রচনা-পূর্ব্বক জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। বেদান্ত শাস্ত্রের সম্যক্ জ্ঞান জন্য এতৎ গ্রন্থরত্নের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। ইহা ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই সমান আদরের সামগ্রী। সংস্কৃত মূল ও বিস্তৃত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা সহ মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

দিনচর্য্যা—হিন্দুর আচার, ব্যবহার, আহার, বিহার, ব্যায়াম, ব্রহ্মচর্য্য, ভক্তি ও যোগ সাধন, সঙ্গীত ও স্তোত্র আদি লইয়া শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাত্রগণের চরিত্র গঠনে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—"দিনচর্য্যা আদ্যোপান্ত পড়িয়া অনেক জ্ঞানলাভ করিলাম। লেখা সরল, গুরুতর গুহ্য বিষয়সকল সরলভাবে বিবৃত; এরূপ গ্রন্থ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেকেরই পুস্তকাগারে থাকা উচিত। মূল্য ।০ চারি আনা।

আশ্রম চতুষ্টয়—দিনচর্য্যা প্রণেতা ও স্বনামখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। মহর্ষি মনুপ্রমুখ মহাপুরুষগণের আদেশসকল বর্ত্তমান কালে কিরূপে প্রতিপালিত হইতে পারে, তাহারও যথেষ্ট ইঙ্গিত ইহাতে আছে। পুস্তকখানি বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই সুখপাঠ্য, এবং সময়োপযোগী হইয়াছে। মূল্য ॥০ আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৴০।

সেই সর্ব্বজন প্রশংসিত সুরচিত ও সুললিত

শান্তি-পথ

ও

ধ্যান যোগ।

(পরিবর্দ্ধিতাকারে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে)

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য কিরূপে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতে হয়, আত্মবিশুদ্ধি লাভ করিতে হইলে শোক মোহের সীমা অতিক্রম করিয়া শাশ্বতী শান্তি পাইবার জন্য কিরূপ পুরুষার্থের প্রয়োজন, শ্রদ্ধাবীর্য্য সহকারে সংসারের অবিশ্রান্ত স্রোতের মধ্য দিয়াও শুদ্ধসত্ত্বময় পথে চলিবার উপায় কি, তদ্বিষয়ক উপদেশ সমূহ অতি সরল ও মনোহর ভাষায় "শান্তি-পথের" পত্রে পত্রে শোভা পাইতেছে। জীবনের কর্ত্তব্য নির্ণয়-পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় যাঁহার অনুরাগ, সুখ দুঃখের অধিকার হইতে—জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত যিনি ব্যাকুল হৃদয়, তিনি শান্তি-পথে জীবন-যাত্রার সকল সমাচারই পাইবেন। বিশেষতঃ শান্তি-পথে বিচরণ কালে সুখপূর্ব্বক বিশ্রামজন্য এই সংস্করণে "ধ্যান-যোগ"ও বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষৎ ও যোগদর্শনাদিতে ধ্যান, ধারণা সমাধি ও তদনুকূল সাধনাঙ্গ সমূহের যে সমস্ত সুগভীর উপদেশ-রাশি নিহিত আছে, তাহাই অতি সরলভাবে সকলের অনুষ্ঠানের অনুকূল করিয়া লিখিত ও ধ্যান-যোগ নামে অভিহিত হইল।

সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াও কিরূপে নিজ অবস্থানুসারে ধর্ম্মসাধন করিতে পারা যায়, **শান্তি-পথের** পাঠকগণ তাহা পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলেই সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবেন, এবং **ধ্যান-যোগাধ্যায়** তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই শান্তি-পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে, ইহাও সাহস করিয়া বলিতে পারা যায়। ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ সাধন তত্ত্বের একত্র সমাবেশ দেখিয়া সকলেই সুখী হইবেন ইহা আশা করি।

হিতবাদী বলেন—"শান্তি-পথের লেখা সুন্দর, ভাবাভিব্যঞ্জনার পারিপাট্য আছে, বিষয় নির্ব্বাচনও সুন্দর হইয়াছে।"

'MODERN REVIEW' ও **প্রবাসী** বলেন :—"It is worth reading", "ইহা পাঠের উপযোগী।"

INDIAN EMPIRE লিখিয়াছেন :—"The book very ably deals with some of the high Hindu tenets which should be read with interest and profit by every one."

LEADER (**Allahabad**) পুস্তকের বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন :— It deals with intricate questions of Hindu philosophy, its aim and final goal. 'The fundamentals of the difficult subject of Hindu philosophy can be easily grasped from this book, which we recommend to all interested in it."

INDU (**Bombay**) writes :—"Can be read with profit"

পুস্তকের আকার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়ায় ও উত্তম কাগজে মুদ্রণ জন্য মূল্য ॥০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

---o---